দৈনিক
ইত্তেফাক

জনসংখ্যা

জনাধিক্য সমস্যা উত্তরণে শিক্ষা

ঢাকা : বুধবার ১ শ্রাবণ ১৪১৫
WEDNESDAY 16 JULY 2008

ড. এম. আজিজুর রহমান

জনসংখ্যা সমস্যা এদেশে একটি স্থায়ী সমস্যা। বিশ্বের সু-শিক্ষিত ও সু-উন্নত দেশগুলোতে ভৌগোলিক আয়তন ও প্রাকৃতিক সম্পদের তুলনায় মানুষের সংখ্যা খুবই কম। তারা উন্নতমানের জীবন-যাপন করে। পশ্চিমা দেশগুলোর ভিতরে বিশেষ করে ইউরোপের কয়েকটি দেশে জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার ঋণাত্মক। সু-শিক্ষার কারণেই তারা জন্ম নিয়ন্ত্রণ করে উন্নতমানের জীবনযাত্রার অধিকারী হয়েছে। উন্নত দেশের শিক্ষার হার ১০০ ভাগ। অন্যদিকে আফ্রিকাসহ এশিয়া মহাদেশের বেশির ভাগ দেশেই শিক্ষার হার কম; জনসংখ্যার তুলনায় প্রাকৃতিক সম্পদ ও মাথাপিছু আয় কম। ফলে এসব দেশে বিশেষ করে বাংলাদেশে প্রায় ৫০% বা তার অধিক লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে, যাদের গড়পড়তা জীবনযাত্রার মান অতি নিম্নমানের।

পাকিস্তান আমলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ৩.৫% ছিল। ইউ.এস.এইড-এর পৃষ্ঠপোষকতায় আমরা পঞ্চাশ বছরের বেশি সময় ধরে পরিবার পরিকল্পনা খাতে শত শত কোটি টাকা ব্যয় করে আসছি। এ প্রকল্প অনেকটা সফলতা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়ে ৩.৫% থেকে এখন ১.৪৮%-এ নেমে এসেছে। যদি এই টাকার বিশাল একটি অংশ শিক্ষা খাতে ব্যয় করে শিক্ষার হার ১০০%-এ উন্নীত করা সম্ভব হতো তাহলে পরিবার পরিকল্পনা খাতে এত টাকা ব্যয়ের প্রয়োজন হতো না এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে জনসংখ্যা হ্রাস পেতো।

উন্নয়নশীল দেশগুলোতে শহরায়ন কম। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোতে প্রায় ৮০ ভাগ লোক গ্রাম, মফস্বল ও উপশহরে বসবাস করে। ঢাকা ও চট্টগ্রামের মত কিছু উন্নত এলাকার কথা বাদ দিলে ১৪ কোটি জনসংখ্যার প্রায় ১০ কোটির ওপর লোক গ্রাম এলাকায় বসবাস করে। অর্থনীতির ভাষায় এইসব পরিবারের ছেলে-মেয়েরা উৎপাদনমুখী মূলধন। অনেকে মনে করে যত বেশি সন্তান তত বেশি কাজ ও তত বেশি উপার্জন। শারীরিক পরিশ্রম করে White-colour-job ছাড়াই তারা কিছু হলেও পরিবারের বৃদ্ধ বাবা-মার জন্য উপার্জন করতে পারবে। তাই গ্রামাঞ্চলে পরিবারপরিকল্পনার অভাব, জন্ম নিয়ন্ত্রণের প্রতি অনীহা ইত্যাদি কারণে বেশির ভাগ পরিবারই জনাধিক্য সমস্যায় জর্জরিত। কাজের অভাব, সম্পদের অভাব, হিংসা-বিদ্বেষজনিত অশান্তি ও দারিদ্র্য যেন মরার উপর খাঁড়ার ঘা হিসেবে জনজীবনকে প্রতিনিয়ত বিপর্যস্ত করছে। জনাধিক্য সমস্যার সাথে অশিক্ষা, কুশিক্ষা ও দারিদ্র্য সব মিলিয়ে আমাদের জনসংখ্যার একটি বিশাল অংশ অপরিকল্পিত ও অনুন্নত তথা মানবেতর জীবন যাপন করছে।

আমরা সারা জীবনই বিশ্বের সর্বনিম্ন দরিদ্র দেশ হিসেবে ধিক্কার পেতে থাকব তা হতে পারে না। সম্প্রসারিত অর্থনীতি, সম্প্রসারিত উৎপাদনশীল ও সরবরাহমুখী নীতি গ্রহণ করে [illegible] উন্নয়ন, আয়, উন্নতি, কর্মসংস্থান [illegible] হবে। শিক্ষার হার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের যখন মাথাপিছু আয় বাড়বে তখন স্বয়ংক্রিয়ভাবেই আমাদের পরিবারের সন্তান সন্তানাদিকে আমরা ব্যয়বহুল উপাদান হিসেবে গণ্য করব। প্রতিটি পরিবার স্বয়ংক্রিয়ভাবে অধিক সন্তান জন্ম দানে আর উৎসাহিত হবে না। এর ফলশ্রুতি হিসেবে মানুষ সঠিক পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ করে জনাধিক্য সমস্যার সমাধানে ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে এবং সার্বিকভাবে দেশের মানুষের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন ঘটবে।

আমাদের কুসংস্কারের উর্ধ্বে ওঠে সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ও পরিমার্জন করতে হবে। মহিলাদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করলে একদিকে যেমন মহিলারা তাদের স্যামাজিক অধিকার ফিরে পাবে, অন্যদিকে পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণের সুযোগ বাড়বে। এতে চাকরিজীবী মহিলাদের সংখ্যাও বাড়বে এবং তাদের পরিবারের জীবনযাত্রার মান বাড়বে। বিবাহের ক্ষেত্রে ধর্মীয়, সামাজিক ও সরকারি আইন হুবহু মেনে চলতে পারলে তা জন্ম নিয়ন্ত্রণে সহায়ক হবে। ইসলাম ধর্ম মতে উপার্জন ক্ষমতা অর্জন করার পূর্বে কোন ছেলে বিয়ে করতে পারবে না। আবার আমাদের সামাজিক নিয়ম-নীতি এবং বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা অনুযায়ী ২১ বছরের নিচে কোন ছেলে এবং ১৮ বছরের নিচে কোন মেয়ে কারো সাথে বিবাহ বাঁধনে আবদ্ধ হতে পারবে না। ইসলাম ধর্ম মতে একজন লোক একই সঙ্গে চারটি বিয়ে করার সম্ভাবনা থাকলেও একই ব্যক্তি চারজন স্ত্রীর দায়িত্ব সমানভাবে পালন করতে পারে না-এ বিষয়টি বহুবিবাহে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের অবগত করার ব্যবস্থা করতে হবে। বিবাহ সম্পর্কিত সামাজিক আইন-কানুন বিষয়টি সঠিকভাবে প্রয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে। এক্ষেত্রে মিডিয়া, মসজিদের খতিব, এনজিওদের কার্যক্রমের মাধ্যমে মানুষকে বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহের কুফল সম্পর্কে সচেতন করতে হবে, যাতে তারা ধর্ম সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা লাভ করে জন্ম নিয়ন্ত্রণে উৎসাহ ও উদ্দীপনা লাভ করে।

সুশিক্ষাই জনসংখ্যা সমস্যার নিশ্চিত সমাধান দিতে পারে। একজন শিক্ষিত মানুষ জীবনে কখন কি করতে হবে তা অতি সহজে অনুধাবন করতে পারে। তাই সর্বপ্রথম প্রয়োজন আমাদের দেশের শিক্ষার হার যত দ্রুত সম্ভব ১০০%-এ উন্নীত করা। তাহলে পরিবার পরিকল্পনা খাতে শত শত কোটি টাকা ধার ও অনুদানের কোন প্রয়োজন হবে না এবং শিক্ষা খাতে বাজেট বাড়ানো যাবে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির পাশাপাশি শিক্ষা ও সচেতনতামূলক কর্মসূচিকে যদি জোরদার করে তোলা যায় তবে অদূর ভবিষ্যতে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিকে বাদ দিয়েই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হবে। তখন জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন নিয়ে আলাদাভাবে চিন্তা করার কোন অবকাশ থাকবে না।

[লেখক: ভাইস চ্যান্সেলর, উত্তরা ইউনিভার্সিটি]